সত্যায়ন
প্রকাশন

খোঁপার বাঁধন

গ্রন্থস্বত্ব ©সংরক্ষিত

শারঈ সম্পাদনা : আসাদ আফরোজ

প্রচ্ছদ : মুহাম্মাদ শরীফুল আলম

পৃষ্ঠাসজ্জা : আবদুল্লাহ আল মারুফ

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২১

অনলাইন পরিবেশক
আলাদাবই.কম, ওয়াফি লাইফ, রকমারি.কম

মূল্য : ২০৫ টাকা

সত্যায়ন প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৪০৫ ৩০০ ৫০০
+৮৮ ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৪
facebook.com/ sottayonprokashon

সূ চি পা তা

মিথ্যা সাক্ষ্য / ৮

কিতা মাতো ভাই? / ১৪

হেসো না দাদু, হেসো না! / ১৭

যেন নজর না লাগে / ১৯

ভবিষ্যতের পাইপলাইন / ২২

হঠাৎ জাগলে / ২৭

মশা-মারা-গৃহিণী / ৩০

লিখে রেখো এক ফোঁটা দিলেম শিশির / ৩৪

বহুরূপী / ৩৮

ভয় দেখানো / ৪১

ক্ষুধার্ত মিথ্যুক / ৪৪

গরু খাওয়া মুসলমান / ৪৭

যেন মুআয্যিনের আযান শুনতে পাই / ৫৩

আসমানি অতিথি / ৫৯

একটি সাহিত্য আড্ডা / ৬৪

জায়গা দখল / ৭৩

অন্যরকম বাজার / ৭৭

সুতরা / ৮৩
ঘরোয়া আলোচনা / ৮৮
সৌন্দর্যের দুআ / ৯৪
পোশাকের বিবর্তন / ৯৬
তাজমহলের প্রাণ / ১০৪
আইন ভঙ্গ / ১০৯
পর্দা তুলো না / ১১৩
পাছে লোকে কিছু বলে! / ১১৬
একটি ঝালমুড়ি আড্ডা / ১১৯
গৃহত্যাগী জোছনা / ১২২
নিশীথে নৌকায় / ১২৫

উৎসর্গ

“আধখানা চাঁদ আকাশ পরে
উঠবে যবে গরব-ভরে
তুমি বাকি আধখানা চাঁদ হামবে ধরাতে,
তড়িৎ ছিঁড়ে পড়বে তোমার খোঁপায় জড়াতে।”

—আমার পূর্ণ চাঁদ নাঈমা ইসলাম নওরিনকে।

মিথ্যা সাক্ষ্য

সূর্য উঠি উঠি করছে। চারদিক আস্তে আস্তে ফর্সা হওয়া শুরু হয়েছে। রাস্তা দিয়ে কয়েকজন জগিং করতে করতে যাচ্ছে। জগিংকারীদের বেশির ভাগই মধ্যবয়স্ক। কেউ নিজ থেকে উদ্যোগী হয়ে হাঁটতে বের হয়েছে, কেউবা ডাক্তারের পরামর্শে। ফজরের নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে মাহির ভাবল, অনেকদিন ধরে তো সকালের নির্মল বাতাসে হাঁটা হয় না। আজ একটু হেঁটে আসি।

পাঁচ-দশ মিনিটের জন্য হাঁটতে বের হয়ে কীভাবে যে আধা ঘণ্টা পার হয়ে গেছে সে বুঝতেই পারেনি! মাহিরের ভাবনায় ছিল, আমার তো আজ আটটায় কোনো ক্লাস নেই, তাই কিছুক্ষণ হাঁটতে তেমন অসুবিধা নেই। কিন্তু পরক্ষণে মনে পড়ল, আরে, আজ তো লাফিজার ক্লাস আটটায়। বাসায় তাড়াতাড়ি পৌঁছার জন্য মাহির হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো। একে তো ভ্যাপসা গরম, তার ওপর দ্রুত হাঁটতে গিয়ে টি-শার্ট ভিজে একাকার।

বাসায় ঢুকে দেখল লাফিজা জায়নামাজে শুয়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখল ঘুমিয়েও পড়েছে। মাহির ভেবে পায় না এত তাড়াতাড়ি তার কীভাবে ঘুম আসে! চোখ বোজার সাথে সাথে সে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। মাহির আস্তে আস্তে ডাক দিলো। 'নামাজ পড়ে জায়নামাজে একটু শুয়েছিলাম, ঘুমিয়ে পড়ব বুঝতেই পারিনি। কয়টা বাজে? আমার তো আবার সকালে ক্লাস।' ঘড়িতে সময় দেখার পর লাফিজার তাড়াহুড়ো বেড়ে গেল। ব্যাগ রাতেই গুছিয়ে রেখেছিল। এখন শুধু নিজের রেডি হওয়া বাকি। মাহির বলল, 'তুমি ঝটপট রেডি হয়ে নাও, আমি গোসল করে আসছি।' লাফিজা ঘড়ির দিকে তাকাল। সে জানে মাহির গোসল করতে খুব বেশি সময় নেয় না। অন্যথায়, এখন গোসল করতে যেতে বারণ করত। একটু দেরি হলে আবার ভার্সিটির বাস

মিস করবে। লোকাল বাসে উঠলে আরেক ঝামেলা।

বাসা থেকে কিছু খেয়ে না বের হলে আর দশটার আগে খেতে পারবে না। টঙের দোকানে নিকাব খুলে তো সে খেতে পারবে না। মাহির পারত। কিন্তু সে সাথে থাকায় মাহিরও খেতে চাইবে না। রেডি হবার কাজটা একটু দ্রুত সেরে নিয়ে লাফিজা রান্নাঘরে গেল। খালি মুখে বের না হয়ে দুটো ডিম ঝালফ্রাই করে তো খেতে পারবে। নিজের জন্য নরম কুসুম আর মাহিরের জন্য শক্ত কুসুম রেখে ডিম ঝালফ্রাই করল। খাবার পছন্দের বেলায় মাহিরের সাথে তার খাবার ম্যাচিং খুব কম। এমনকি চায়ের পছন্দেও দুজনের মিল নাই। মাহির পছন্দ করে কড়া লিকার দিয়ে দুধ চা আর লাফিজা পছন্দ করে পুদিনা পাতা দিয়ে রং চা।

বাসা থেকে বের হতে হতে বেজে গেল ৬.৫১। বাস স্টপেজে যেতে লাগবে পাঁচ মিনিট। বাসা থেকে বের হবার সময় লাফিজা রুটিন মাফিক একটা কাজ করে। সাথে কী কী নিচ্ছে জোরে জোরে কাউন্ট করে। 'মোবাইল, পার্স, বই, খাতা, কলম, ক্লাসের ফাঁকে পড়ার জন্য উপন্যাস যে পারো ভুলিয়ে দাও।' এগুলো কাউন্ট করার পর মাহিরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আর কী?' মাহির মুখের ভঙ্গি দিয়ে বুঝিয়ে দিলো, তুমিই জানো আর কী। খানিকক্ষণ চিন্তা করার পর 'পেয়ে গেছি' টাইপের আনন্দে লাফিজা বলল, 'আর মাহির! মাহিরকে সাথে নিতে আমার কখনো ভুল হয় না!'

স্ত্রীর এমন পাগলামি দেখে মাহির হাসছে। হাঁটতে হাঁটতে সে জিজ্ঞেস করল, 'কয়েকদিন ধরে তুমি এমন শব্দ করে সবকিছু চেক করো কেন?' পার্সের চেইন লাগাতে লাগাতে লাফিজা উত্তর দিচ্ছে, 'কয়েকদিন আগে Atomic Habits বইটি পড়ে এই কৌশলটা জানলাম। কৌশলটা আমার মনে ধরেছে। এমনটা করলে কোনোকিছু ভুলে বাসায় ফেলে যাবার সম্ভাবনা থাকে খুব কম। ওই বইয়ের লেখক অবশ্য কৌশলটা রপ্ত করেছেন তার স্ত্রীর কাছ থেকে।' মাহির আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল, 'কীভাবে?'

'লেখকের স্ত্রী ঘর থেকে বের হবার সময় জোরে জোরে বলতেন, 'I have got my keys, I have got my wallet, I have got my glasses and I have got my husband.' ইন্টারেস্টিং না?'

'হুম, দারুণ।'

বাস স্টপেজে এসে তারা দেখল মাত্র ভার্সিটির বাস চলে গেছে। এখনো দেখা যাচ্ছে। মাহির একা থাকলে দৌড়ে বাসে উঠতে পারত।

সকালবেলা বাসটা মিস করে লাফিজার মনটা খারাপ হয়ে গেল। এখন আবার লোকাল বাসে যেতে হবে। দু মিনিট পরপর ব্রেক করে প্যাসেঞ্জার তুলবে। অসহ্যকর! মাহিরের চেহারার মধ্যে বিরক্তির কোনো ছাপ নেই। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, বাস মিস হওয়ায় সে বরং খুশি। লাফিজা ধমকের সুরে বলল, 'অ্যাই, মিটিমিটি হাসছো কেন?' মুখের হাসি প্রশস্ত করে মাহির উত্তর দিলো, 'ভার্সিটির বাস মিস হওয়ায় একদিক দিয়ে লাভ হলো। অনেকদিন ধরে তোমার সাথে বসে বাসে চড়ি না। ভার্সিটির দু'তলা বাসে তুমি থাকো নিচের তলায়, আমি থাকি ওপরের তলায়। আজ অনেকদিন পর সুযোগ হলো একসাথে বাসে বসার।' লাফিজার বিরক্তি এবার হাসিতে রূপান্তরিত হলো। মনে মনে বলছে, এই ছেলেটা কীভাবে খটখট করে রোমান্টিসিজমের কথাগুলো বলে! লাফিজা তার রোমান্টিকতাকে একটু চেপে রাখে। দশভাগের একভাগ প্রকাশ করলে নয়ভাগ লুকিয়ে রাখে।

'ঠিকানা' বাসে উঠল দুজন। বাসের অর্ধেক ফাঁকা। লাফিজাকে জানালার পাশে রেখে গ্লাসের অর্ধেক টেনে দিলো। গ্লাসের অর্ধেকটা টেনে দেবার মানে কী লাফিজা জানে না। কোনোদিন জানতেও চায়নি। তবে সে এটা নিশ্চিত, তার নিরাপত্তার কথা ভেবেই মাহির এটা করে। পাবলিক প্লেইসে মাহিরের দায়িত্ববোধ লাফিজাকে বুঝিয়ে দেয়, মাহির তাকে কতটা কেয়ার করে। মাঝে মাঝে মাহির যখন দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো আচরণ করে তখন লাফিজার ইচ্ছে হয় মাহিরের সাথে ঝগড়া করবে। কিন্তু এইসব কথা ভেবে সে আর ঝগড়ায় জড়ায় না। মনে মনে বলে, 'কোনো মানুষই তো 'পার্ফেক্ট' নয়।'

লাফিজার মোবাইল ভাইব্রেট করছে। কল পিক করে কথা বলা শুরু করল,

'ওয়া আলাইকুমুস সালাম। হ্যাঁ, সিমা, বলো।'

...

'আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। তুমি কেমন আছ?'

...

'ওহ! ক্লাসে আসবা না?'

...

'উমম, আমি তোমাকে কথা দিতে পারছি না। তবে স্যারের মুড যদি ভালো মনে হয়, তাহলে চেষ্টা করে দেখব।'

...

'তোমার আইডি কত বলো?'

...

'এইটি সেভেন? আচ্ছা ঠিক আছে। আল্লাহ হাফেজ।'

লাফিজার ফোনে কথা বলা শেষ হলে মাহির জিজ্ঞেস করল, 'কে ফোন দিয়েছে?' লাফিজার ফোন এলে মাহির পারতপক্ষে জিজ্ঞেস করে না, 'কে ফোন দিয়েছে? কী বলল?'। কিন্তু আজ জিজ্ঞেস করল।

'সিমা ফোন দিয়েছে। আমাদের ক্লাসের। ও আজ ভার্সিটিতে আসতে পারবে না। আমাকে বলল তার প্রক্সিটা দিতে।'

'তুমি রাজি হয়ে গেলে?'

'হ্যাঁ, রাজি হব না কেন? কয়েকদিন আগে আমি ক্লাসে যাইনি। তাকে ফোন দিয়ে বলেছিলাম 'প্রক্সি' দিতে। আজ সে আসবে না, আমি তার প্রক্সি দেবো। গিভ অ্যান্ড টেক!'

লাফিজার হাসির সাথে মাহির এবার তাল মেলালো না। বাস সিগন্যালে আটকা পড়েছে। মাহিরের মনে পড়ছে তার ফার্স্ট ইয়ারের একটা ঘটনা। ঘটনাটি লাফিজার সাথে শেয়ার করা দরকার।

'শোনো লাফিজা, আমি তখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। সকাল আটটার ক্লাস বেশির ভাগ দিন মিস করতাম। রাতে দেরি করে ঘুমাতাম। এত সকাল ঘুমই ভাঙত না। ৭৫% অ্যাটেনডেন্স না থাকলে জরিমানা দিতে হবে। আর ৬০% অ্যাটেনডেন্স না থাকলে নন-কলিজিয়েট হতে হবে। তখন আমরা বন্ধুরা মিলে একটা গ্রুপ খুলি। পাঁচ জনের গ্রুপ। সবাই সবার আইডি নাম্বার জানত। ক্লাসে পাঁচ জনের কেউ না গেলে বাকিরা প্রক্সি দিত।

আমার প্রক্সিও অনেকবার দেওয়া হয়েছে। আমিও বাকিদের প্রক্সি দিয়েছি। একদিন প্রক্সি দিতে গিয়ে আমি ধরা খাই। রোলকল করার পর স্যারের সন্দেহ হলো কেউ প্রক্সি দিয়েছে। স্যার আবার কাউন্ট করেন, রোলকল করেন। পরে স্যার বের করলেন সীমান্তর প্রক্সি দেওয়া হয়েছে। স্যার জানতে চাইলেন, 'কে প্রক্সি দিয়েছে বলো। ভালোয় ভালোয় বললে আমি কিছু বলব না। কিন্তু আমি যদি খুঁজে বের করি তাহলে খুব অসুবিধা হবে।' আমি তখন ভয় পেয়ে যাই। একবার মন বলছে স্বীকার করে নিই, আরেকবার বলছে আমি স্যারের কাছে 'কালার' হতে চাই না।

স্যার যখন দেখলেন কে প্রক্সি দিয়েছে কেউ স্বীকার করছে না, তখন যার প্রক্সি দেওয়া হয়েছে তার পুরো সেমিস্টারের অ্যাটেনডেন্সের দশ মার্ক কেটে দেন। সীমান্ত এটা জানার পর আমার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। এখনো সে আমার সাথে ঠিকমতো কথা বলে না। অথচ আমি চাইনি তার এমনটা হোক। আমরা একে অন্যের ভালোর জন্যই তো প্রক্সি দিতাম, তাই না?'

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে গেল মাহির। সিগন্যালের গ্রিন লাইট জ্বলে উঠল। লাফিজা জানতে চাইল, 'পরে কী হলো?' 'এটা নিয়ে আমি বেশ কিছুদিন আপসেট ছিলাম। আমাদের বন্ধুত্বের ফাটল ধরল। তুমি তো জানো, মনীষীদের উক্তি কালেক্ট করা আমার শখের কাজ। (লাফিজা মাথা নাড়ল) তখন আমার মনে পড়ল ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﵀-এর একটা উক্তির কথা।

'When people help one another in sin and transgression, they finish by hating each other'

'মানুষ যখন একে অন্যকে পাপকাজে সাহায্য করে, তাদের সম্পর্কের শেষ হয় পরস্পরকে ঘৃণা করার মাধ্যমে।'

আমি তখন খোঁজ নিতে লাগলাম, প্রক্সি দেওয়াটা কি আসলেই কোনো পাপ কাজ। খোঁজ নেবার পর যেটা পেলাম সেটা দেখে আমি খুবই অবাক হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসটা আমার আজও মনে আছে।'

মাহিরের কথা শুনে লাফিজার চোখ কপালে ওঠার উপক্রম। "ইউ মিন, প্রক্সি দেওয়া নিয়ে হাদীস?"

‘হাদীসটা খুবই এক্সপ্লিসিট। রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন, “আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড়ো কবীরা গুনাহগুলো সম্পর্কে বলব?” সাহাবায়ে কেরাম আগ্রহ নিয়ে সেগুলো কী জানতে চাইলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘আল্লাহর সাথে শিরক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া’। এই দুটো বলার পর তিনি হেলান ছেড়ে উঠলেন। সোজা হয়ে বসলেন। অর্থাৎ, তিনি এখন যা বলবেন, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বারবার বলে যেতে লাগলেন, ‘মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া...’ তিনি এতবার মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার কথা উল্লেখ করলেন যে, সাহাবিরা মনে মনে বলতে লাগলেন, তিনি যদি আর না বলতেন।’[১]

‘লাফিজা, আমার মনে হয় তোমার এই বিষয় নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রক্সি দেওয়া হলো মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। প্রক্সি দেবার মাধ্যমে ক্লাসে আমরা সবার সামনে স্বীকারোক্তি দিই, এই ছেলেটা বা এই মেয়েটা আজকে ক্লাসে উপস্থিত। অথচ সে সেদিন ক্লাসেই ছিল না। এটা কি মিথ্যা সাক্ষ্য নয়?’

লাফিজা মাথা নাড়ল। মাহিরের কথার সাথে সে একমত। কিন্তু এই সামান্য প্রক্সি দেওয়া নিয়ে সে এত সিরিয়াসলি কখনো চিন্তা করেনি। যেই কাজকে রাসূলুল্লাহ ﷺ শির্ক করা, মা-বাবার অবাধ্য হবার মতো বড়ো বড়ো গুনাহগুলোর কাতারে রেখেছেন। সেই কাজটা তো এত ফেলনা না।

বাস থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে লাফিজা চিন্তা করছে, সিমাকে কীভাবে ‘না’ বলবে। সিমা তার খুব কাছের বান্ধবী। তার মুখের ওপর না বলাটা বেশ কঠিন। আবার সে নিজেও তার কাছে প্রক্সি চেয়েছিল। লাফিজার মাথায় ঘুরঘুর করছে মাহিরের কাছ থেকে শোনা ইবনু তাইমিয়্যার উক্তি—

‘When people help one another in sin and transgression, they finish by hating each other’

সিমার সাথে এত বছরের সম্পর্কটা সে ঘৃণার মাধ্যমে নষ্ট করতে চায় না। ক্লাসে ঢুকে সিমাকে ম্যাসেজ দিয়ে রাখল, ‘সিমা, আজ তোমার প্রক্সিটা দিতে পারছি না। কেন পারছি না সেটা তোমার সাথে দেখা হলে বলব।’

---

[১] বুখারি, ২৬৫৪।

কিতা মাতো ভাই?

ভার্সিটির হলে থাকার সময় লাফিজার একজন রুমমেট ছিল চট্টগ্রামের, আরেকজন সিলেটের। চট্টগ্রাম আর সিলেটের রুমমেটেরা বাসায় যখন তাদের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলত, লাফিজা তখন তাদের কথা কিছুই বুঝত না। তেলাপিয়া মাছের মতো হাঁ করে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকত। প্রথম প্রথম তাদের ফোনে কথা বলা শেষ হলে লাফিজা জিজ্ঞেস করত, 'এতক্ষণ কী বললি, অনুবাদ করে বল তো শুনি।' লাফিজার রুমমেটেরা আগ্রহ নিয়ে তাদের আঞ্চলিক ভাষা অনুবাদ করে বুঝাতো।

'বাংলা ভাষা আহত হয়েছে সিলেটে, আর নিহত হয়েছে চট্টগ্রামে' কথাটি যে অনেকটা সত্য, লাফিজা সেটা রুমমেটদের কথা শুনে বুঝেছে। কিন্তু তার নিজের বিয়ে যে সিলেটে হবে, সে কি তা জানত? সে কি জানত, সারাজীবন তাকে সিলেটের আঞ্চলিক ভাষা শুনতে হবে?

বিয়ের পর থেকেই মাহির লাফিজার এই ভাষার দুর্বোধ্যতা কাটাতে সাহায্য করে যাচ্ছে। মাহিরের মতে, সিলেটি ভাষার মাত্র বিশটা শব্দার্থ জানা থাকলে সিলেটি ভাষা বুঝতে পারা কোনো ব্যাপারই না। মাহিরের দেওয়া বিশটা শব্দার্থ মুখস্থ করার পর লাফিজা এখন সিলেটি ভাষা কিছুটা বুঝতে পারে। প্রতিটি বাক্যে একটা শব্দ কমন পড়লে সে কিছুটা বুঝতে পারে, বক্তা আসলে কী বলতে চাচ্ছেন। তবে সে আরেকটা সমস্যা ভালোমতো ধরতে পেরেছে। সিলেটের ন্যাটিভ স্পিকাররা নিজেদের মধ্যে এত দ্রুত কথা বলে যে, লাফিজা তালগোল পাকিয়ে ফেলে। শব্দই বুঝতে পারে না তখন, অর্থ তো অনেক দূরের ব্যাপার!

ঢাকায় থাকলে মাহির তার সাথে প্রমিত বাংলায় কথা বলে, আর সিলেটে এলে প্রমিত বাংলা এবং সিলেটি দুটোই মিক্স করে কথা বলে যাতে সে বুঝতে পারে। লাফিজা কয়েকদিন ধরে খেয়াল করছে, মাহির, মাসুমা আর সে একসাথে বসে

যখন ছাদের ওপর আড্ডা দেয় তখন তারা ভাই-বোন দুজনই প্রমিত ভাষায় কথা বলছে। যার ফলে লাফিজা বেশ সাবলীলভাবেই তাদের আড্ডায় যোগদান করতে পারছে। কিন্তু, এমনটা তো লাফিজা আগে কখনো দেখেনি। দুজন সিলেটি একত্র হলে সবকিছু ভুলে গিয়ে তারা সিলেটি ভাষায় কথা বলা শুরু করে। তাদের আশেপাশের মানুষ বুঝল কি বুঝল না, সেদিকে তারা ভ্রূক্ষেপ করে না। একই কথা চট্টগ্রামের লোকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

কৌতূহল দমিয়ে রাখতে না পেরে লাফিজা আড্ডার মাঝখানে জিজ্ঞেস করে ফেলল, 'তোমরা দুজন নিজেদের মধ্যেও কেন প্রমিত ভাষায় কথা বলছো? সিলেটিরা তো আমার জানামতে নিজেদের মধ্যে প্রমিত ভাষায় কথা বলে না।' ভাবির এমন কৌতূহল দেখে মাসুমা হেসে দিলো।

'এই আইডিয়াটা ভাইয়ার। সেদিন যখন আমি আর ভাইয়া নরওয়ের 'মিডনাইট সান' নিয়ে কথা বলছিলাম, তখন দেখলাম তুমি আমাদের দুজনের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছ। এ রকম ইন্টারেস্টিং একটা টপিক নিয়ে আমরা আড্ডা দিচ্ছিলাম, আর তুমি আমাদের সাথে থেকেও নাই। আমাদের কথা কিছুই বুঝতে পারছো না। কিছুক্ষণ পর তুমি বললে, 'আচ্ছা মাসুমা, তোমরা দুজন গল্প করো, আমি নিচে যাই'। তুমি যখন নিচে গেলে, তখন আমার মনে হলো তুমি নিশ্চয় মন খারাপ করেছ। ভাইয়াও বুঝতে পারল। আমি ভাইয়াকে বললাম, 'ভাবি মেইবি আমাদের কথা বুঝতে পারছেন না দেখে মন খারাপ করে চলে গেছেন।'

'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে, মাসুমা।'

'ভুলটা তো আমাদেরই। আমরা দুজন যেহেতু প্রমিত ভাষায় কথা বলতে পারি, তাহলে ভাবির সাথে আড্ডা দেবার সময় তো সিলেটি না বলে প্রমিত ভাষা ব্যবহার করতে পারি।'

'মাসুমা, তোর কি ওই হাদীসের কথা মনে আছে, যেখানে বলা হয়েছে, তিনজন মিলে আড্ডা দেবার সময় দুজন যেন একজনকে রেখে কানাকানি না করে?'[২]

---

[২] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهُ

"তোমরা যখন তিনজন থাকবে, তখন দুইজন মিলে অপর সঙ্গীকে বাদ দিয়ে কানাঘুষা করবে না। কারণ তাকে তা চিন্তায় ফেলে দেবে।" (মুসলিম, ৫৫৯০)

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে আছে তো। কিন্তু, এখানে তো আমরা কানাকানি করছি না।’

‘এটা ঠিক আমরা কানাকানি করছি না, কিন্তু হাদীসের পরের অংশে কারণটি বলা হয়েছে, কেন দুজন কানাকানি করবে না।’

কারণটা আমার মনে ছিল না। আমি তখন আগ্রহ নিয়ে ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী কারণ?’

‘কারণটা হলো, এর ফলে তৃতীয় জন মনে কষ্ট পাবে। এটা খুব স্বাভাবিক যে, যখন দুজন নিজেদের মধ্যে কথা বলবে আর তৃতীয়জন তাদের কথায় যোগ দিতে পারবে না, তখন সে বিব্রতবোধ করবে। আমার মনে হয় কী জানিস? এই হাদীসটার অ্যাপ্লিকেশন কেবল কানাকানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ না, আমাদের এ রকম আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলাটাও এর আওতায় আসবে। কারণ, হাদীসটির মূল ম্যাসেজ হলো গ্রুপ-ডিসকাশনে কাউকে বঞ্চিত না করা।’

ভাইয়ার কথা শুনে মাসুমার মনে পড়ল শাইখ আসিম আল-হাকিম (হাফিজাহুল্লাহ)-এর কথা। বছরখানেক আগে ইমাম বুখারি ﵀-এরআল-আদাবুল মুফরাদ হাদীস গ্রন্থটি নিয়ে তিনি একটি সেশন করিয়েছিলেন। সেটা ছিল মালয়েশিয়ায়। ওই সেশন করাতে তিনি যখন মালয়েশিয়ায় পৌঁছেন তখন তাঁকে এয়ারপোর্টে যারা রিসিভ করতে আসে, তারা মালয় ভাষায় কথা বলতে থাকে। তিনি কিছুই বুঝতে পারেন না। কারণ তাদের ভাষা তিনি জানেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ওই সেশনে কানাঘুষার হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘কয়েকজন যখন উপস্থিত থাকবে, তখন তাদের মধ্যে কেউ জানে না এমন ভাষায় আলাপ করাও কানাঘুষার আওতায় আসবে।’

তারা দুই ভাই-বোন মিলে সিদ্ধান্ত নিল, লাফিজার সামনে প্রমিত ভাষায় কথা বলবে যাতে সে বুঝতে পারে।

হেসো না দাদু, হেসো না!

ঘরে সাবান নেই। মাহিরের মা রাশেদা বেগম মাহিরকে সাবান আনতে দোকানে পাঠালেন। মাহিরদের বাসার কাছেই দোকান। হেঁটে যেতে চার-পাঁচ মিনিট লাগে। মাহির অনেকদিন পর লুঙ্গি পরে বাইরে বের হলো। শেষ কবে লুঙ্গি পরে দোকানে এসেছিল মনে করতে পারছে না।

দোকানের বেঞ্চে বসা করিম চাচা আর সমীর দাদা। নামাজ আর খাওয়ার সময় ছাড়া অন্য যেকোনো সময় দোকানের দিকে গেলেই সমীর দাদাকে দেখা যায়। দোকানের বেঞ্চে চুম্বকের মতো লেগে থাকেন। আযান হলে নামাজে যান। খাওয়ার সময় হলে বাড়ি যান। মাহির সালাম দিলো। কুশলাদি জিজ্ঞেস করল। দোকান আর বাজারে অযথা বসে থাকতে মাহিরের পছন্দ না। সাবান কেনা শেষ হলে সে যখন ফিরে আসতে লাগল, তখন করিম চাচার বায়ু নির্গত হয়। সমীর দাদা নাকে হাত দিয়ে করিম চাচাকে মৃদু তিরস্কার করলেন। তার কথা শুনে দোকানদারও হাসা শুরু করে দিলো। করিম চাচার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। মাহিরের দিকে তাকিয়ে আছেন। মাহির ছেলেটাকে তিনি স্নেহ করেন, সেও তাকে সম্মান করে। তার সামনে এভাবে অপদস্থ হয়ে লজ্জায় চলে যেতে লাগলেন।

করিম চাচাকে চলে যেতে দেখে সমীর দাদা আর দোকানদার তাচ্ছিল্যের হাসি হাসছেন। কী কুৎসিত সেই হাসি! দোকানে আর একমুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছে না মাহিরের। বাড়ির দিকে রওয়ানা হলো। রাগে মাথার মধ্যে গজগজ করছে। একটা মানুষকে এতটা তাচ্ছিল্য করার কী দরকার!

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মাহিরের কাছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা নতুন করে প্রমাণিত হয়। ইসলাম যে কেবল নামাজ আর রোজা রাখাই নয়, বরং পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা সেটা সে আজ আবারও উপলব্ধি করল।

বায়ু নির্গমন হওয়া খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা। পৃথিবীতে এমন কে আছে যার বায়ু নির্গমন হয় না? প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, ডাক্তার, শিক্ষক, যুবক, বালক, বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ সবারই হয়। এই স্বাভাবিক একটা বিষয় নিয়ে লোকজন যখন হাসাহাসি আর ঠাট্টা করে তখন স্বাভাবিক বিষয়টিই অস্বাভাবিক হয়ে যায়। যে বায়ু নির্গমন করে লজ্জায় তার মাথা কাটা যায়।

মাহির মনে মনে ভাবছে, ইসলাম একজন মানুষকে সম্মান দিতে শেখায়, মানুষকে অপদস্থ করা, মানুষকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে ইসলাম অনুমতি দেয় না। পাবলিক-প্লেইসে একজন মুসলমান কীভাবে আরেকজন মুসলমানকে অপমান করতে পারে সেটা ভেবে পায় না মাহির। এই তুচ্ছ একটা কাজের জন্য করিম চাচাকে নিয়ে সমীর দাদা যেভাবে হাসিতামাশা করলেন সেটা কি ঠিক করলেন? ইসলাম একজন মুসলিমকে কী পরিমাণ সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন এটা যদি তিনি জানতেন, তাহলে কি এভাবে অপমান করতে পারতেন? প্রশ্নগুলো মাহিরের মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনাদর্শ যদি আমরা পুরোপুরি মেনে চলতাম তাহলে সমীর দাদা করিম চাচাকে অপমান করতেন না, আর করিম চাচাও লজ্জায় উঠে যেতেন না। কেউ বায়ু নির্গমন করলে এটা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন।[৩] এটা নিয়ে তো হাসাহাসি করার কিছু নেই। আড্ডায় মাঝখানে যার বায়ু নির্গত হয় সে নিজেই লজ্জিত হয়। তার ওপর যখন গোয়েন্দাগিরি চালানো হয় যে, কে এই কাজটা করেছে তখন তো তার মান-সম্মান নিয়ে টানাটানি পড়ে। এমনকি সবার সামনে অপদস্থ হবার লজ্জায় সে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। সে কসম করে বলে, আমি এই কাজটি করিনি, অথচ সে করেছে। তাহলে কী এমন দরকার এটা নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করার? রাসূলুল্লাহ ﷺ তো এটা নিয়ে হাসাহাসি না করার পেছনে সুন্দর একটি যুক্তিও দেখিয়েছেন—"তোমরা নিজেরাই যে কাজ করো, সে কাজে কি তোমাদের হাসা উচিত?"[৪]

মাহিরের ইচ্ছে করছে দোকানে ফিরে গিয়ে দাদুকে বলবে, 'হেসো না দাদু, হেসো না!'

---

[৩] বুখারি, ৬০৪২।

[৪] তিরমিযি, ৩৩৪৩।

যেন নজর না লাগে

আজ রেস্টুরেন্টে মাহির একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটায়। মাহিরের কাণ্ডকারখানা দেখে লাফিজার বেশ হাসি পেয়েছিল। কিন্তু অনেক কষ্টে তখন হাসি চাপা দিয়ে রাখে।

বাড়িতে আসার পর প্রথমবার দুজন বাইরে খেতে যায়। পরিবারের লোকদের নিয়ে খাওয়ার জন্য আলাদা কেবিন আছে রেস্টুরেন্টগুলোতে। এটা দেখে লাফিজা প্রফুল্লবোধ করে। ঢাকার রেস্টুরেন্টগুলোতে অনেক সময় এই সুবিধা পাওয়া যায় না। সবার সামনে নিকাব খুলে খেতে হবে দেখে রেস্টুরেন্টে না খেয়ে লাফিজা পার্সেল করে খাবার বাসায় নিয়ে যেত।

রেস্টুরেন্টে ফ্যামিলি কেবিন থাকলেও সেগুলোর একটাও খালি নেই। দুপুরের সময় খালি পাওয়ার কথা তো চিন্তাও করা যায় না। কেবিন খালি হবার জন্য মাহির লাফিজাকে নিয়ে প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করে। ওয়েটার ছিল মাহিরের পরিচিত। মাহিরদের এভাবে বসতে দেখে ওয়েটার এসে জিজ্ঞেস করল, 'আপাতত কোনো ড্রিঙ্কস বা কফি খাবেন কি না, জায়গা খালি হলে আপনাকে জানাবো?' মাহিরের কফি খাওয়ার অভ্যাস তো লাফিজার ভালো করেই জানা। চা-কফিতে সে না করে না। কিন্তু এবার ওয়েটারকে বলল, 'নো থ্যাঙ্কস।' লাফিজা বুঝতে পারল মাহির কেন কফি খেতে চাইল না।

ফ্যামিলি কেবিন খালি হবার পর মাহির লাফিজাকে নিয়ে একটা কেবিনে গিয়ে বসল। ওয়েটার এসে অর্ডার নিয়ে যাবার সময় মাহির ওয়েটারকে বলল, 'আপনি খাবার নিয়ে এসে ওখানের টেবিলে রাখলেই হবে। আমি ওখান থেকে নিয়ে আসব।' ওয়েটারও বেশ স্মার্ট। সে বুঝতে পারল, মাহির চাচ্ছে না সে তার স্ত্রীকে নিকাব খোলা অবস্থায় দেখুক। নিজের ওয়াইফকে আগলে রাখার টেকনিক দেখে লাফিজার বেশ হাসি পায়। কোনোরকমে হাসি দমিয়ে রাখতে পেরেছিল।